মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও শূন্যপদ পূরণের দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক ডি ওয়াই এফ আই গণ-কনভেনশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর– রাজ্যে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যুব সমাজকে আহ্বান জানালো ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য নেতৃত্ব। সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও শূন্যপদগুলি অবিলম্বে পূরণ করার দাবিও রাখলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

বৃহস্পতিবার কলেজ স্ট্রিটে আয়োজিত এক গণ-কনভেনশনে দেশের গণবন্টন ব্যবস্থার সুষম বন্টন ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোর করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সদস্যরা। একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান তারা।

কনভেনশনে প্রস্তাব পাঠ করেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক আভাস রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে দিন থেকে দিন। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ আক্রমণের শিকার হচ্ছেন ক্রমাগতই। এই সন্ত্রাস সৃষ্টির মূল পাণ্ডা তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের মদতপুষ্ট মাওবাদীরা। একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম তাদের সাহায্য করছে। আবার অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধিতে উদাসীন রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারা গোটা রাজ্য জুড়ে বামপন্থীদের ওপর আক্রমণ শুরু করেছে বিরোধীরা। একে রোধ করতে হবে। যুবক-যুবতীদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেইসঙ্গে শূন্যপদগুলি পূরণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে কেন্দ্রের ওপর। রেলে ২ লক্ষ শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে রেলমন্ত্রককে।

শিক্ষাবিদ মালিনী ভট্টাচার্য কেন্দ্রের নতুন প্রস্তাবিত খাদ্য নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে সাবধান করে করে বলেন, এই আইন খাদ্যের অধিকারকে আরও সঙ্কুচিত করবে। যুব সমাজকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। একইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দেশের ও বিদেশের পুঁজিপতিদের হাতে যাতে না যায় তাও দেখতে হবে তাদের। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সর্বনাশকারী মাইক্রো ফিনান্স বিল যাতে সংসদে পাস না হতে পারে তারও আওয়াজ তুলতে হবে যুবদেরই। এই আইন পাস হলে মহাজনী ব্যবসা বাড়বে। বিপন্ন হবেন গরিব মহিলারা। তিনি বলেন, লোকসভার নির্বাচনের পর থেকেই হিংসার বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসক, শিক্ষাকর্মীরা খুন হচ্ছেন। যুব সমাজকেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

এদিনের কনভেনশনে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব

ফাটকাবাজ ও মজুতদারদের নিরাপত্তা দিতেই ব্যস্ত। রাষ্ট্রায়ত্ত লাভজনক সংস্থাগুলিকে বেসরকারীকরণের চেষ্টায় নিয়োজিত। শূন্যপদগুলি পূরণ করে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের বাঁচার পথ পর্যন্ত তারা সুগম করতে পারছে না। এ চলতে দেওয়া যায় না। অবিলম্বে এ ব্যাপারে কেন্দ্রকে উদ্যোগ নিতে হবে।

ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি প্রতীম ঘোষ বলেন, এই সঙ্কটের সময়েও রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন জনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই সাফল্যকে ভয় পেয়েই ফেডারেশনের নেতৃত্ব ছাড়াও যোগ দেন অন্যান্য বাম গণতান্ত্রিক যুব নেতৃত্বও। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনও এতে শামিল হয়। বক্তব্য রাখেন সমীর ভট্টাচার্য, পুলক মৈত্র, অনির্বাণ চৌধুরী, গৌতম রায়, অজিত পাণ্ডে, দিলীপ রায়, রোকেয়া রায়, শুভেন্দু মাইতি প্রমুখ। কনভেনশনে আগামী ১১, ১২, ১৭ এবং ১৮ই ডিসেম্বর রাজ্যজুড়ে প্রতিটি ব্লকে আন্দোলন সংগঠিত করার প্রস্তাব নেওয়া হয় ডি ওয়াই এফ আই-এর পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে ফেয়ারলি প্লেসে রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে বলছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু।

Close

Print